দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 24 1999
তারিখ
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম

একটি বিদ্যাপীঠের অনিয়মের প্রতিকার প্রয়োজন

বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম-নীতি অনুসৃত হওয়া দরকার, ঢাকার মিরপুর থানাধীন সেনপাড়াস্থ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে সেগুলি অনেকাংশেই অনুপস্থিত। বিদ্যালয় অনেকাংশে পরিচালিত হইতেছে ব্যক্তির খামখেয়ালিতে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা হয় উহা পরিচালনার দায়িত্ব কোন বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষককে কখনোই দেওয়া হয় না। অপরপক্ষে প্রার্থীদের যোগ্যতার মূল্যায়নের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইলেও যোগ্য প্রার্থীরা কখনোই নিয়োগ পায় না। বরং পছন্দীয় প্রার্থীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের নিয়োগ করা হয়। ফলে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা বাদ পড়িয়া যায়। উক্ত বিদ্যালয়ে বর্তমানে নিষ্ঠাবান শিক্ষকের অভাবে এক করুণ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। প্রাইভেট পড়ানোর হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কতিপয় শিক্ষক ক্লাসে ফাঁকি দেন। অধিকন্তু বিদ্যালয়ে সাধারণ পরীক্ষাগুলিতে অবাধে নকলের সুযোগের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নে বিমুখ হইতেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় হইতে আগত নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের কোনরূপ টেস্ট না লইয়া এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল মোটেই সন্তোষজনক নয়। ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম এই তিন শ্রেণীর জন্য একটি 'ফাংশনাল ইংলিশ' বই পাঠ্য করা হইয়াছিল। যদিও উক্ত বইটি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মান উপযোগী করিয়া রচনা করা হইয়াছে। এই বইটিই ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে যাহারা ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে উঠিয়াছে তাহারা যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর উক্ত বই গত এক বৎসর ধরিয়া পাঠ অনুশীলন করিয়াছে। ফলে এখন তাহারা কেহই উক্ত বইয়ের প্রতি মনোযোগী হইতে পারিতেছে না। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য মান অনুযায়ী পাঠ্য বই নির্বাচন না করার ফলে শিক্ষার মান অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছে। শিক্ষার্থী সুষ্ঠুভাবে ইংরেজী শেখার প্রতি আগ্রহ হারাইয়া ফেলিতেছে এবং পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হইতেছে না। কেহ কেহ একটি প্রকাশনা সংস্থার নিকট হইতে মোটা অংকের অর্থ পাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এইসব বইয়ের মধ্যে বাংলা সহপাঠ, বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা এবং আরবি শিক্ষা বই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকগণের মতামত ছাড়াই পাঠ্য করা হইয়াছে। উক্ত বইগুলি ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। অর্ধ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রতি বৎসর ক্যালেন্ডার ছাপা হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সিলেবাসে শিক্ষকদ্বারা প্রণয়ন না করিয়া বাহির হইতে ক্রয় করা হইয়া থাকে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ে ভাল ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নাই। কয়েক বৎসর আগে বিল্ডিং-এর পাশে একটি টিনশেড টয়লেট নির্মাণ করা হইয়াছিল যাহা সব সময় নোংরা অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। টয়লেট যথাযথরূপে জীবাণুমুক্ত না করার জন্যই স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে। উক্ত বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার মান দিন দিন যে পর্যায়ে নামিয়া আসিতেছে তাহাতে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে উদাসীন থাকার কোন অবকাশ নাই। বিদ্যালয়টিতে একদিকে যেমন প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে না, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে উক্ত আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বালিকা শাখার ছাত্রী ও শিক্ষিকা লইয়া মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মহাবিদ্যালয় হিসাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং ঢাকা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় বেশ কয়েকবার ভাল স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা একমাত্র সম্ভব হইয়াছে একটি সুসংগঠিত শিক্ষকমন্ডলী ও যোগ্য অধ্যক্ষার জন্য। যাহা হউক, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রকৃত অবস্থা যাচাইকরতঃ এই বিদ্যাপীঠে বিরাজমান অনিয়ম, অব্যবস্থার প্রতিকারে আশু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনৈক অভিভাবক।